



34784 - ঈদরে নামাযে ইমাম তাকবীর দয়ে কেনে?

প্রশ্ন

দুই ঈদরে নামাযেরে প্রত্যেকেটিতে সূরা ফাতহি পড়ার আগে ১২ টি করে তাকবীর দয়ো সুন্নত কেনে? এর উপকারিতা কী? পাঁচ ওয়াক্তরে ফরয নামাযে না করে ঈদরে নামাযে এ তাকবীর বলার অর্থ কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

ইবাদতেরে বধিানগুলোর ক্ষতেরে মূলনীতি হিল- আল্লাহ ও তাঁর রাসূলরে দয়ো বধিানরে গণ্ডতি থেমে যাওয়া (তাওক্বীফ)। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদরেকে যভোবে নরিদশে দয়িছেনে সভোবে ইবাদত করা। হোক না আমরা এর হকেমত বা গুচ রহস্য জানতে পারি কিংবা না জানি। বিশেষতঃ নামায-রয়ো-হজ্জ এর পদ্ধতির ক্ষতেরে। এতে যুক্তরি কোন স্থান নই। এ ধরণরে একটি বিষয় হচ্ছ- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদরেকে বধিান দয়িছেনে যে, দুই ঈদরে নামাযেরে প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরমির পরে সূরা ফাতহির আগে ৬ তাকবীর কথিবা ৭ তাকবীর বলা এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতহি পড়ার আগে ৫ তাকবীর বলা; পাঁচ ওয়াক্ত নামাযেরে ক্ষতেরে এ বধিান দনেনি।

তাই আমাদরে কর্তব্য হচ্ছ, আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলরে দয়ো বধিানরে প্রতিঈমান আনব, সটোর প্রতি আত্মসমর্পণ করব। শুব এবং মানব। কেননা এ ক্ষতেরে মূলনীতি হচ্ছ- আনুগত্য করা; কারণ ব্যাখ্যা নয়।

ইবাদত, ইবাদতেরে প্রকারভেদে ও পদ্ধতি ইত্যাদি যগুলো আল্লাহর সংরক্ষতি বিষয় সগুলোতে কোন বান্দার অনধিকার চরচা করার সুযোগ নই। আল্লাহ কারো জিজ্ঞাসাবাদরে পাত্র নন যে, তাকে জিজ্ঞাসা করা হব: ‘কনে এমন বধিান দয়ো হল’, ‘কনে এমনটা দয়ো হল না’, কিংবা ‘এ বধিান দয়োর উপকারিতা কী’? বরং বান্দার কর্তব্য হচ্ছ- আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যে বধিান জারী করছেনে সটো জানা ও আমল করা। এরপর যদি কোন হকেমত জানা যায়, আলহামদুললিলাহ। না জানলেও বান্দা আল্লাহর বধিানরে প্রতি আত্মসমর্পণ করবে, আনুগত্য করবে এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে যে, আল্লাহ তাআলা কোন গুচ রহস্যরে কারণে ও বান্দাদরে কল্যাণার্থে বধিান দয়িছেনে। কেননা আল্লাহ তাঁর কথা, কাজ, বধিান প্রদান ও তাকদীর নির্ধারণে প্রজ্ঞাবান ও জ্ঞানী। তিনি বলেন: “নিশ্চয় আপনার রব্ব হাকীম (প্রজ্ঞাবান) ও আলীম (জ্ঞানী)। [সূরা আনআম, আয়াত: ৮৩]

আমরা যা উল্লেখ করছি তার প্রমাণ রয়েছে আল্লাহর এ বাণীতে: “তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলরে মধ্যবে রয়েছে



অনুকরণীয় উত্তম আদর্শ।”[সূরা আহযাব, আয়াত: ২১] এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণীতে: “তোমরা আমাকে যভাবে নামায পড়তে দেখে সভাবে নামায পড়।”[সহিহ বুখারী] এবং বদায় হজ্জকালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণীতে: “তোমরা আমার কাছ থেকে তোমাদের হজ্জের অনুষ্ঠানাদি শিখি নাও।”[সহিহ মুসলিম (৩৭৮)]

আল্লাহই উত্তম তাওফিকদাতা।